জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র এবং এটি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। নায়েমের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা সমৃদ্ধ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নায়েম প্রধান ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার (EEC) প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এটিকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এ রূপান্তর করা হয়। এর ধারাবাহিক বছরভিত্তিক পরিবর্তন সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নের ছকে দেখানো হলো;

২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৫৯	১৯৭৫	১৯৮২	১৯৯২
এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টার (EEC) নামে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিখন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নায়েম তার যাত্রা শুরু করে।	EEC এর কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করে এটিকে বাংলাদেশ এডুকেশন এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট (BEERI) নামে রূপান্তরিত করা হয় এবং কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক ও প্রশাসকসহ শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল কর্মকর্তাদের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে NIEMR ও BEERI কে একীভূত করে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ (NIEAER) নামে অভিহিত করা হয়।	NIEAER-কে আবারও পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) হিসাবে নামকরণ করা হয়। এ পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিকল্পনা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটিকে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

৩. স্বপ্ন ও লক্ষ্য লক্ষ্যে

৩.১ স্বপ্ন

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ দক্ষ, যোগ্য ও সৃজনশীল শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক গড়ে তোলার অনন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (Centre of Excellence) পরিণত করা।

৩.২ লক্ষ্য

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও শিক্ষা গবেষণা পরিচালনায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে দক্ষ, পেশাদার, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক গড়ে তোলা।

৪. নায়েমের উদ্দেশ্যসমূহ

৪.১ সাধারণ উদ্দেশ্য

নায়েমের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষক উন্নয়ন ও মানসম্মত ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক - পরবর্তীস্তরে গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।

৪.২ বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে পেশাগত ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষা উপ-স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নয়ন করা।